1) Critical discuss ~~liberal~~ liberal regarding the nature of the state.
(রাষ্ট্র সম্পর্কিত উদারনৈতিক তত্ত্ব সমালোচনা)।

-> রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনায় এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিক বাদ হল একটি আধুনিক বিষয়। উদারনৈতিক বাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Liberalism'। ইংরেজি 'liberalism' শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে স্পেনের রাজনৈতিক দল 'liberals' নাম অনুসারে। স্পেনের এই রাজনৈতিক দলটির দেশের সংবিধানিক সরকারের সমর্থন দাবিয়ে ছিল। কালক্রমে বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতার স্বপক্ষে এবং কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত ও শক্তিশালী হয়। ব্যুৎপত্তিগত বিচারে উদারনীতিবাদ শব্দটি এসেছে একটি ল্যাটিন শব্দ থেকে এই ল্যাটিন শব্দটি হল 'Liber'। এই ল্যাটিন Liber শব্দটির ইংরেজি অর্থ হল Liberty বা স্বাধীনতা। প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতা এবং উদারনীতিবাদ শব্দ দুটি অভিন্ন উৎস থেকে উদ্ভূত। স্বভাবতই উদারনীতিবাদের মূল কথায় হল স্বাধীনতা। ~~এবং~~ ~~এক~~ স্বাধীনতাই হল উদারনৈতিক ধ্যান ধারণার মূল উপাদান।

উদারনৈতিক মতবাদ রাষ্ট্রের কার্যাবলি বা প্রকৃতি সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। সাধারণভাবে উদারনীতির অর্থ হল সবরকম কর্তৃত্বের নীতির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদ বিরোধী স্বাধীনতার নীতির উপস্থিতি হল উদারনৈতিক অর্থ। যেকোনোরকম স্বৈরতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র বা একতন্ত্রবাদী সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে অস্বীকার করায় হল উদারনীতির মৌল চরিত্র। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে উদারনীতি বাদের মূল বক্তব্যগুলি হল –

গন্য করা হয়।

(v) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিক জীবনের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্য বিষয়ক অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার প্রভৃতি উদারনৈতিক ব্যবস্থায় বর্তমান থাকে।

(vi) এইধরনের শাসনব্যবস্থায় আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

(vii) সার্বিক প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি এই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। উদারনৈতিক ব্যবস্থায় সরকার পরিবর্তনের জন্য হিংসাত্মক বা বৈপ্লবিক কোনো পন্থা অবলম্বন করতে হয় না। সাংবিধানিক উপায়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে সরকার বদল করা যায়।

(viii) এইধরনের শাসনব্যবস্থায় ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এই ব্যবস্থা একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার কথা বলা হয়।

সমালোচনা

① উদারনৈতিক ব্যবস্থায় সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করা হয়।

2) এই ধরনের শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সাম্যকে স্বীকার করা হয়, কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্যকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়।

(3) উদারনৈতিক ব্যবস্থাকে জনমত পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও ধনবৈষম্যের কারণে সুষ্ঠ জনমত গঠিত হতে পারে না।

(4) এইধরনের শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা অলীক প্রতিপূর্ণ হয়। কারণ উদারনৈতিক ব্যবস্থায় বিচারকদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

(5) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দলের স্বীকৃত। তার ফলে বিশৃঙ্খলা, ও দুর্নীতি দেখা দেয়।

অবশেষে বলা যায় যে, ত্রুটি ও সমালোচনা সত্ত্বেও উদারনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বকে একেবারে অস্বীকার যায় না।

—x—

(i) কর্তৃত্ববাদের বিরোধিতা :—

উদারনীতিক চিন্তাভাবনার মূলকথা হল কর্তৃত্ববাদের বিরোধিতা করা এবং স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। উদারনীতির মৌল চরিত্র হল যেকোনো ধরনের কর্তৃত্ববাদ বা যেকোনোরকমের একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা। উদারনীতিবাদ হল রক্ষণশীলতার থেকে প্রগতিশীল একটি ধারণা।

(ii) জনতন্ত্রের সমর্থক :—

ব্যাপকতর বিচারে উদারনীতিবাদ জনতন্ত্রের সমার্থক হিসেবে পরিগণিত হয়। বস্তুত ব্যাপক অর্থে বিবিধ মূলগত পরিবর্তনের মধ্যে উদারনীতির অভিব্যক্তি ঘটতে থাকে। আধুনিক কালের জনকল্যাণ রাষ্ট্রসমূহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হিসেবে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এইসমস্ত কর্মসূচির মধ্যে উদারনীতিবাদের ব্যাপকতর অর্থটি অভিব্যক্তি ঘটেছে।

(iii) স্বাধীনতা :—

স্বাধীনতা হল উদারনীতিবাদের মূল বিষয়। স্বাভাবিক অধিকারের নীতির ভিত্তিতে মিলটন বলেছেন মানুষ মাত্রেই স্বাধীনভাবেই মতপ্রকাশে জন্মগত প্রাকৃতিক অধিকার আছে। লকের মত অনুসারে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী সকল মানুষ সমান অধিকারের দাবীদার। সমকালীন উদারনীতিবাদী চিন্তাবিদদের অধিকাংশের মতে স্বাধীন ও সমানাধিকার মানুষই সকল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও নিয়মকানুনের ভিত্তিতে বর্তমান।

(iv) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় ~~নাগরিক~~ রাজনৈতিক সাম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জনসাধারণকেই যাবতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার একমাত্র উৎস হিসেবে